ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অন্য নারীর সঙ্গে হাতেনাতে রণবীরকে ধরেছিলেন দীপিকা

পৃঃ ৫

রশিদকে আইসিসির ভর্ৎসনা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৮০ ● কলকাতা ● ১৮ আষাঢ়, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৩ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজ্য একের পর এক

গণপিটুনির ঘটনা, যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে মুখ্যসচিব এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন পুলিশ খবর পাচ্ছে না, কেন দেরি করে ঘটানস্থলে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পুলিশকে নজরদারি বাড়নোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।এদিন নবান্নে বৈঠকে তিনি বলেন, "কেন আগে থেকে কোনও খবর পাচ্ছে না পুলিশ? কেন দেরিতে খবর পেয়ে আরও পরে যাচ্ছে পুলিশ? কী কাজ করছে গোয়েন্দা দফতর, কেন দেরিতে খবর পাচ্ছে?' পুলিশকে নজরদারি বাড়ানোর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।"রাজ্য জুড়ে কোথাও গণপিটুনি, কোথাও পিটিয়ে খুন। নজরদারি বাড়িয়ে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে রাজয় সরকার।

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হিংসাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এই কথা শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : শিলিগুড়ির সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন "মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় হিংসাকে প্রশ্রয় দেন"।

দিল্লি থেকে রাজ্যপাল মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে আসেন। এখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ভোট পরবর্তী হিংসায় শাসক দল তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তিনি। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও রাজ্যের কাছে জবাব চেয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি আরো জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে নির্যাতনের ঘটনা শাসক দলকে বিঁধছে বিরোধীরা। চোপড়ায় নির্যাতিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে কোচবিহারের নির্যাতিতা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিন রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে

এরপর ৩ পাতায়

তুমুল হট্টগোলের মধ্যে লোকসভায়

প্রধানমন্ত্রী জবাবি ভাষণ দিলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার লোকসভায় তুমুল হট্টগোলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জবাবি ভাষণ দিলেন। প্রধানমন্ত্রী জবাবী ভাষণে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন লাগাতার মিথ্যা কথা বলার পরেও দেশের মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছেন তিনি। তীব্র হট্টগোলের মধ্যে একটা সময় বসে পড়লেও পরে একটানা ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। পাল্টা ন্যায় চেয়ে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিরোধীদের এহানো আচরণে তীব্র সমালোচনা করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

প্রধানমন্ত্রী এদিন রাষ্ট্রপতির জবাবী ভাষণে একাধিক ইস্যুকে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। 'নেশন ফার্স্ট ' লক্ষ্য নিয়ে এই সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় মন আদর্শ মেনেই দেশের মানুষ তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরিয়েছেন বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। একটা সময় যখন মানুষ বলতো এই দেশে কিছু হবে না, একের পর এক কেলেঙ্কারি খবরের শিরোনামে উঠে আসতো, আর এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে বড় নেতারা জড়িত। তখন নতুন প্রজন্ম আশা ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি সুপারিশ ছাড়া কিছু হবে না এটাই নিয়ম হয়ে তখন দাঁড়িয়ে ছিল। দেশের নাগরিকরা স্বাধীনতার পরেও সাধারণ জিনিস থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকেই দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আত্মবিশ্বাস মানুষের ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী দিনে যে দুনিয়ার বাকি দেশের সঙ্গে ভারত পাল্লা দেবে এমনই স্বপ্ন দেখেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ভাষণে যেমন ৩৭০ ধারা নিয়ে কথা বলেন, তেমনি জম্মু-কাশ্মীরের বক্তব্য তুলে ধরেন। তিরঙ্গার ওপর ভরসা করেই ভোট দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

অয়ন শীলের নয়া 'কীর্তি' ফাঁস করেছে তদন্তকারী সংস্থা

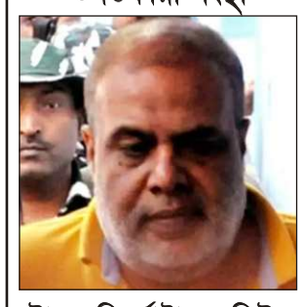

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। জোরকদমে তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এবার যেমন পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে আদালতে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই । সেখানে অয়ন শীলের নয়া 'কীর্তি' ফাঁস করেছে তদন্তকারী সংস্থা। উল্লেখ্য, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত কুন্তল এবং শান্তনুর সূত্র ধরে অয়নের নাম উঠে আসে। গত বছর মার্চ মাসে এই প্রোমোটারের সল্টলেকের অফিস এবং হুগলিতে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি ED। সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর ওএমআর শিট এবং ২৮ পাতার একটি নথি। গত বছর মার্চ মাসে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০/০৭/২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

সংখ্যালঘু ভোটার কম, তারপরেও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান সর্বোচ্চ

অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : গড়ে ত্রিরিশ শতাংশ করে সংখ্যালঘু ভোট আছে গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছয়টি বিধানসভায়। এই চিত্রের ব্যতিক্রম এই লোকসভা কেন্দ্র অন্তর্গত উদয়নারায়ণপুর বিধানসভায়। এই বিধানসভায় সংখ্যালঘু ভোটার মাত্র সাত শতাংশ। এরপরেও এবারের ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে উদয়নারায়ণপুরে বি জে পি সুবিধা করতে পারেনি।দেখা গেছে উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বেশি ভোটে পিছিয়ে আছে বি জে পি। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বি জে পি-র ভোটের ব্যবধান উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় চল্লিশ হাজার ভোটের। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্র ছাড়া ও বাগনান, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, উলুবেড়িয়া পূর্ব, শ্যামপুর,আমতা কেন্দ্রে ও বি জে পি -কে টেক্কা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রামীণ হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের দাবি উলুবেড়িয়ার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া বাকি ছয়টি বিধানসভায় গড়ে তিরিশ শতাংশ করে সংখ্যালঘু ভোটার থাকার সুবিধা তারা পেয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব আরও বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ও এই প্রবণতা ছিল। উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নামমাত্র সংখ্যালঘু ভোটারের ভোটে জয়লাভ করেছিল । বি জে পি -র সঙ্গে মাত্র চোদ্দো হাজার ভোটের জয়ের ব্যবধান ছিল।যেটা ছিল সাতটি বিধানসভার মধ্যে সবচেয়ে কম সেই সময়েই স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছিল জয়ের ব্যবধান কমেছে সংখ্যালঘু ভোটার উদয়নারায়ণপুরে কম থাকার কারণে।যে সুবিধা গ্রামীণ হাওড়া জেলায় অন্য ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র গুলিতে পাওয়া গিয়েছিল সেই সুবিধা উদয়নারায়ণপুর বিধানসভায় পাওয়া যায় নি। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস উদয়নারায়ণপুরে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গে উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা বলেন, " ২০২১ সালে বিধান সভা নির্বাচনে গ্রামীণ হাওড়া জেলায় সাতটি বিধানসভার মধ্যে (উদয়নারায়ণপুর ছাড়া) ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস স্বস্তিদায়ক ব্যবধানে বি জে পি কে হারিয়েছিল, সেখানে আমাদের উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের জয়ের ব্যবধান হয় খুবই কম। এই ঘটনা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। আমরা আমাদের জয়ের ব্যবধান কম থাকার কারণ মূল্যায়ন করে সমস্যা বুঝতে পেরে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য সচেষ্ট হই " । গ্রামীণ হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সমীর পাঁজা। এই কেন্দ্রের অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দ বলেন, বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা এই কেন্দ্র থেকে বি জে পি - র মেরুকরণের প্রচেষ্টা এই কেন্দ্রে সফল হয়নি। এই প্রসঙ্গে এই কেন্দ্রের বি জে পি নেতৃত্বের পাল্টা দাবি, আমরা মেরুকরণের রাজনীতি করি না। তৃণমূল কংগ্রেস বি জে পি - র বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে মেরুকরণ নিয়ে। এই কেন্দ্রের বি জে পি -র নেতা রমেশ সাধুখাঁ বলেন, " এবারের লোকসভা নির্বাচনে উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সমস্ত জায়গায় ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা -নেত্রী, কর্মীরা। নির্বাচনের বহু আগে থেকেই আমাদের স্থানীয় নেতা -নেত্রী কর্মীদের ঘরছাড়া করে ফাঁকা মাঠে ভোট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।ফলে জয়ের ব্যবধান বাড়িছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়ে ওদের গর্ব করার কিছুই নেই।সম্মুখ সমরে ভোট যুদ্ধ হলে বোঝা যেত কাদের ক্ষমতা কত " । বি জে পি নেতা রমেশ সাধুখাঁ -র করা তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এই উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভালো ফলাফল করা প্রসঙ্গে বলেন, " মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজের সুফল রাজ্যের সর্বত্র সবাই পেয়েছেন - পাচ্ছেন। সেই কারণেই আমরা সব বিধানসভা কেন্দ্রেই ভাল ভোটের ব্যবধানে বি জে পি - কে পরাস্ত করেছি। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ প্রার্থী সাজদা আহমেদ কে উলুবেড়িয়ার অন্য বিধান সভা কেন্দ্র গুলি থেকে বেশী ব্যবধানে জয়লাভ করানোর জন্য দিনরাত এক করে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা এই প্রসঙ্গে বলেন, " গ্রামীণ হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান আমি। জেলার এতবড় দায়িত্ব থাকা স্বত্তেও সমস্ত বিধানসভা গুলিকে দেখভাল করার দায়িত্ব থাকলেও আমি আমার নিজের কেন্দ্র উদয়নারায়ণপুরে থেকে গিয়েছিলাম বেশি সময়।বি জে পি এই এলাকায় মেরুকরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা করেছিল লোকসভা নির্বাচনে অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজ ছিল আমার প্রচারের হাতিয়ার। যে কারণে

ইসকন রাজাপুর মায়াপুরের রথযাত্রা ভক্ত ভগবানের মিলন উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতি বছর ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরের রথযাত্রা উৎসব যথাযথ উৎসাহ- উদ্দিপনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। মায়াপুরের রাজাপুর গ্রামে রয়েছে জগন্নাথ মন্দির। সকাল সন্ধ্যায় এই প্রশান্ত পল্লীতে শোনা যায় সংকীর্তনের ধ্বনি। মানুষের মহামিলনের উত্তম ক্ষেত্র এই গ্রাম। পরস্পর পরস্পরকে সুখে, দু:খে আপন করে নেয় এই গ্রামের মানুষ। প্রতি বছর রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মানব-মেলবন্ধন ঘটে সকলের।এ বছর ৭ ই জুলাই রবিবার ২০২৪ রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে দুপুর ২ টায় সময় শুরু হবে রথযাত্রা।৫ কিলোমিটার অতিক্রম করে রথ যাবে চন্দ্রোদয় মন্দির ইসকন মায়াপুরে। উল্টোরথ ১৫ ই জুলাই সোমবার ২০২৪ পুনরায় রথ ফিরে যাবে রাজাপুরের জগন্নাথ মন্দিরে।৭ ই জুলাই রবিবার ২০২৪ থেকে ১৫ ই জুলাই সোমবার ২০২৪ ইসকন মায়াপুরে অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দিরে মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব অবস্থান করবেন,এবছর পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে গুন্ডিচা মন্দির স্থাপন করা হয়েছে, সেখানেই চলবে ৫৬ ভোগ,দীপ দান, জগন্নাথ অষ্টকম্-স্তোত্র পাঠ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম,ভজন-কীর্তন,নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠান এবং সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। জগন্নাথ! জগতের নাথ!জনগণের নাথ! সকলের ভালো লাগা এবং ভালোবাসার একমাত্র পাথেয়। রথযাত্রার দিনই তিনি সিংহাসন বেদী থেকে নেমে আসেন রাজপথে। কেননা তিনি যে ভক্তবৎসল। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পুরনের জন্য দর্শন স্পর্শনের জন্য সকলের কল্যানের জন্য তাঁর এই পন্থার অবলম্বন। জাতি-ধর্ম -বর্ন নির্বিশেষে সকলের জন্য তাঁর কাছে অবারিত দ্বার। রথযাত্রার দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এতদ অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ। বাড়ীতে বাড়ীতে ভীড় উপচে পরে রথের দিনগুলিতে। সকলেই চান রথের রশিতে টান দিতে, প্রনাম জানাতে, প্রসাদ পেতে। সকলকে একসূত্রে বেঁধে দেয় রাজাপুর মায়াপুর ইসকন মন্দিরের রথযাত্রা। প্রশান্ত পল্লী-রাজাপুর,শ্রী জগন্নাথদেবের কৃপায় বর্তমানে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে।রথযাত্রায় হাজার হাজার ভক্তবৃন্দের জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। জগন্নাথ,বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর জন্য নির্ধারিত তিনটি সুসজ্জিত রথ এগিয়ে চলবে। রথযাত্রার শোভাযাত্রায় থাকবে চৈতন্য ঘরানার নৃত্য কীর্তন।শোভাযাত্রা এগিয়ে চলবে গন্তব্যস্থলে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষের সন্মিলিত অংশ গ্রহণে রথযাত্রা হয়ে ওঠে প্রানবন্ত।বিশ্বের ১০০ টি দেশের প্রায় ৮০০ বড়ো শহরের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় শতাধিক জায়গায় রথযাত্রা পালন করা হয় ইসকনের তত্বাবধানে। সকলকেই সাদর আমন্ত্রণ রথযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য। জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা জানাই বিশ্বশান্তি ও কল্যানের জন্য। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিভিন্ন সুখ সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

শীঘ্রই নন্দীগ্রাম থানা ভেঙে আরও দুটি থানা তৈরি করা হবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নন্দীগ্রামের আইনশৃঙ্খলায় আরও জোর দিতে চায় নবান্ন। শীঘ্রই নন্দীগ্রাম থানা ভেঙে আরও দুটি থানা তৈরি করা হবে। প্রশাসনের তরফে এমনই উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর।বর্তমানে নন্দীগ্রামের বিজেরি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারি। তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন শুভেন্দু। কালক্রমে গেরুয়া শিবিরের সদস্য হয়েছেন তিনি। নন্দীগ্রাম বরাবরই অধিকারী পরিবারের গড় বলে পরিচিত। তমলুক লোকসভার অন্তর্গত ওই বিধানসভা এলাকায় সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটেও দফায় দফায় অশান্তির খবর সামনে আসে। তাই এবার ভোট মিটতেই নন্দীগ্রাম থানার নজরদারি বাড়াতে চায় রাজ্য।সার্বিকভাবে নন্দীগ্রামের আইনশৃঙ্খলার উপর আরও নজরদারি বাড়াতে চাইছে রাজ্য সরকার।ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে নবান্নে নন্দীগ্রামের থানা ভেঙে আরও দুটি থানা তৈরির প্রস্তাব এসেছে। নন্দীগ্রাম থানা ভেঙে রেয়াপাড়া ও তেখালি এই দুটি নতুন থানা করার ভাবনা রয়েছে নবান্নের।

১৭ বছর আগে ২০০৭ সালে জমি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল নন্দীগ্রাম। প্রাণ হারান ১৪ জন। এরপর থেকে গত দেড় দশক ধরে রাজ্য রাজনীতির ভরকেন্দ্র নন্দীগ্রাম। ভোট মরসুমে সেখানে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ে। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা, যে কোনও নির্বাচনে শিরোনামে উঠে আসে নন্দীগ্রামের নাম। এহেন নন্দীগ্রামে বাড়তি নজর দিতে চাইছে প্রশাসন।

সূত্রের খবর, আগামী দিনে নন্দীগ্রামের আইনশৃঙ্খলার জন্য থাকবে তিনটি থানা ও দুটি আউটপোস্ট। কোন থানার অধীনে কোন এলাকা থাকবে তাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আপাতত নবান্ন অনুমোদন দিলেই নন্দীগ্রাম থানা ভেঙে আরও দুটি থানা তৈরি হবে।

লোকসভায় শ্রীরামপুরের সাংসদ

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর থেকে তিনি বেশি ভোট পেয়েছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার লোকসভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর থেকে তিনি বেশি ভোট পেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন শ্রীরামপুরের মানুষ তাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। তিনি যে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ভোটে জিতেছেন সে কথাও এদিন লোকসভায় জানান। তবে বলে রাখা ভালো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারানসি কেন্দ্র থেকে দেড় লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। আগের থেকে এবার তার জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কম। শ্রীরামপুরের সাংসদ নরেন্দ্র মোদিকে খোঁচা দিয়ে এই বক্তব্য পেশ করেছেন। এদিন ভরা লোকসভায় কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায় কে খোস

এরপর ৩ পাতায়

আবারো সিভিক ভলেন্টিয়ারের দাদা গিরি কলকাতার সরকারি হাসপাতালে

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বেনজির ঘটনা দেখল কলকাতা। শহরের একটি সরকারি হাসপাতালে রোগীর পরিবারকে বেধড়ক লাঠিপেটা করল পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার। যাকে বলে ফেলে পেটানো। যে ঘটনা আন্দোলিত করে তুলেছে প্রশাসনকে। স্বাস্থ্য দফতর তো বটেই এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ নবান্ন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ ব্যাপারে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে।রবিবার পার্ক সার্কাসের এক মহিলা বুকে ব্যথা নিয়ে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন। তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। ইমার্জেন্সির চিকিৎসক তাঁকে কার্ডিওলজিতে রেফার করেন। কার্ডিওলজি বিভাগের ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখে ওনাকে একটা ইঞ্জেকশন দিতে বলেন। চিকিৎসকের পরামর্শমতো নার্সও ইঞ্জেকশন দেন। তার পরই মহিলার হাত ফুলতে শুরু করে বলে পরিবারের অভিযোগ। সেই সঙ্গে হাতে যন্ত্রণা হতে থাকে। কলকাতার হাসপাতালে রোগীর পরিবারকে লাঠিপেটা করল পুলিশ ও সিভিক, ক্ষুব্ধ নবান্ন রিপোর্ট চাইল।পুলিশের 'দাদাগিরি' স্বাস্থ্য দফতর তো বটেই এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ নবান্ন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ ব্যাপারে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

বিগত ৯ বছরে ১২ কোটি

শৌচালয় নির্মাণ উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের লজ্জা থেকে আমাদের মুক্ত করেছে : হরদীপ সিং পুরি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দফতরের মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরি শাস্ত্রী ভবনে আজ স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া(পক্ষ) ২০২৪-এর সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বচ্ছতা প্রশাসনের শপথ সমস্ত পদস্থ আধিকারিক ও মন্ত্রকের কর্মীদের পাঠ করান। অনুষ্ঠানে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুরেশ গোপী এবং মন্ত্রকের সচিব শ্রী পঙ্কজ জৈন উপস্থিত ছিলেন। শ্রী হরদীপ সিং পুরি বৃহত্তর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে স্বচ্ছতা পাখওয়াড়ার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বচ্ছতা অভিযান এক মৌলিক রূপান্তরমূলক প্রচার। তিনি বলেন, আমাদের প্রচলিত চিন্তায় এই প্রচারাভিযান এক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মন্ত্রকের অধীন সমস্ত দফতর এবং অংশীদারদের মধ্যে স্বচ্ছতা প্রসারের ক্ষেত্রে মন্ত্রকের দায়বদ্ধতার কথা জানান তিনি। তাঁর মন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতেও এই প্রচারাভিযান জোরদার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, বিগত স্বচ্ছতা পাখওয়াড়ায় নিকাশী সুবিধার বন্দোবস্ত, স্বাস্থ্যবিধি পরিকাঠামোর পাশাপাশি সরকারী অফিস ও ক্ষেত্রগুলিতে স্বচ্ছতাকে জোরদার করা হয়েছে। সুস্থায়ী উন্নয়নের ৬ টি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের পয়লা জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত স্বচ্ছতা পাখওয়াড়ায় নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল বলে তিনি জানান। শ্রী পুরি স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্য তুলে ধরে বলেন, বিগত ৯ বছরে রূপান্তরিত ভারতকে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। তিনি বলেন, ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলে ১২ কোটি শৌচালয় নির্মাণ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির এনেছে, এছাড়াও স্বাস্থ্যবিধির ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এই প্রচারাভিযানের সাফল্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে উন্নত স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে পরিবারগুলি ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পেরেছে। স্বচ্ছতার এই প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, শহরগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জ্যমুক্ত করতে হবে এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন- শহরের দ্বিতীয় পর্বে দীর্ঘদিন ধরে কোনো এলাকায় জমে থাকা আবর্জনাকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হিংসাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এই কথা শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস

ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন তিনি। রাজ্যপাল জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় যে মহিলারা সুরক্ষিত নন সেই রিপোর্ট তিনি কেন্দ্রের কাছে পেশ করেছেন। কোচবিহারের নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন রাজভবনের দরজা নির্যাতিতা সকলের জন্য খোলা রয়েছে। যে কেউ গিয়ে নির্দ্বিধায়, নির্ভয় কথা বলতে পারেন। রাজ্যপাল আরো জানান পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্য জুরে হিংসা দেখা দিয়েছে। এই হিংসায় রাজ্য সরকারের মদত আছে। রাজ্যপাল বলেছেন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেই তিনি এখানে এসেছেন। রাজ্য সরকার হিংসাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাই এটা মেনে নেওয়া যায় না।

১-ম পাতার পর

অয়ন শীলের নয়া 'কীর্তি' ফাঁস করেছে তদন্তকারী সংস্থা

অয়ন । কুন্তল ঘোষ এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে তাঁর নামে উঠে এসে। এরপর ইডির হাতে গ্রেফতার হন তিনি। এরপর ফাঁস হয় পুর নিয়োগ দুর্নীতির কথা। সোমবার এই কাণ্ডেই আলিপুর আদালতে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই।

ইডি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, পুর নিয়োগের ক্ষেত্রে ওএমআরের দায়িত্ব ছিল অয়নের সংস্থার হাতে। এই বছর এপ্রিল মাসে এই প্রোমোটারকে হেফাজতে নেয় CBI। আদালতে জানানো হয়, এই পুর নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তাঁরা ৪২টি জায়গায় হানা দিয়েছিল। সেখানে থেকে বহু নথি হাতে এসেছে। বাজেয়াপ্ত করা সেই নথিগুলির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে গেলে অয়নকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা দরকার।

সিবিআই সূত্রে খবর, অয়নের সংস্থার দ্বারা রাজ্যের নানান পুরসভায় ১৮২৯ জনের নিয়োগ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশের নিয়োগের ক্ষেত্রেই নিয়মের তোয়াক্কা করা হয়নি বলে খবর। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর, মোট ১৭টি পুরসভায় অয়নের সংস্থার দ্বারা নিয়োগ হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু প্রার্থীকে ডেকে জেরা করেছে সিবিআই।

পরবর্তীতে সেই নথি ঘাঁটাঘাঁটির পর দেখা যায়, সেখানে বহু পুরসভার প্রার্থীতালিকা এবং সেই সম্বন্ধিত সুপারিশ রয়েছে। সেই সঙ্গেই চোখে পড়ে বেশ কিছু 'কোড ওয়ার্ড'। উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম, নিউ ব্যারাকপুর সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভার প্যানেলের নথি সেখানে ছিল বলে খবর। একইসঙ্গে সেখানে ছিল, ভিন্ন ভিন্ন পদে নিয়োগের সুপারিশের তালিকা। এবার এই পুর নিয়োগ নিয়েই আদালতে চার্জশিট দিল সিবিআই।

১-ম পাতার পর

রাজ্য একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা, যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণাও করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন ঘটছে এই ধরনের ঘটনা। যা নিয়ে এবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। যিনি আবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। এদিন নবান্নে বৈঠকে তিনি বলেন, "কেন আগে থেকে কোনও খবর পাচ্ছে না পুলিশ? কেন দেরিতে খবর পেয়ে আরও পরে যাচ্ছে পুলিশ? কী কাজ করছে গোয়েন্দা দফতর, কেন দেরিতে খবর পাচ্ছে?' পুলিশকে নজরদারি বাড়ানোর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।"

চুঁচুড়ার হটস্পট এলাকা পরিদর্শন করলেন সদর মহকুমা শাসক

বেবি চক্রবর্তী: হুগলি: নিউজ সারাদিন : হুগলি জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় চারজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে এরপরই নড়ে চড়ে বসেন প্রশাসন। চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৭,১৮, ১৯ এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ড হটস্পট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরই মধ্যে ১৯ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি সরকারি আবাসন আছে সেখানে মঙ্গলবার সকালে হুগলি জেলার সদর মহকুমার শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা, চুঁচুড়া পৌরসভা সিআইসি অফ কাউন্সিল জয়দেব অধিকারী, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্চিতা ধর সহ সরকারি আধিকারিকেরা পরিদর্শন করেন। সদর মহকুমা শাসক জানান কোথাও নোংরা জল বা আবর্জনা জমতে দেওয়া যাবে না ডেঙ্গুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে।

২ পাতার পর

লোকসভায় শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর থেকে তিনি বেশি ভোট পেয়েছেন

মেজাজেই দেখা যায়। লোকসভায় এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সম্মান জানিয়েছেন আবার অন্যদিকে ভোটের জয়ের বিষয় খোঁচা দিতেও ছাড়েননি। কল্যাণ বাবু জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আমার থেকে বড় সেই জন্য তাঁকে সম্মান করি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জোড় গলায় বলেছেন মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন সামনেই আছে। এই দেড় বছরে এনডিএ সরকার সাফ হয়ে যাবে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন দেশে ঠুনকো সরকার তৈরি হয়েছে আর উল্টোদিকে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ রয়েছে। তাই সংসদের ভিতরে এবং বাইরে লড়াই চলবে।

পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তিতে

পেনশন ও পেনশনার কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ অভিযানের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কর্মী, জনঅভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রকের ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তিতে পেনশন ও পেনশনার কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ অভিযানের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং। পেনশন গ্রহীতারা দেশ গঠনের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার বলে ডঃ সিং মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, পেনশন দেওয়ার বিষয়টি অনুগ্রহ নয়, প্রবীণ নাগরিকরা দেশ ও জাতি গঠনে ইতিবাচক অবদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। বিগত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে এই দপ্তরের উদ্যোগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে শ্রী সিং জানান। তিনি আরও বলেন, ষাটোর্ধ্ব নাগরিকের সংখ্যা যথেষ্ট এবং অবসরভাতা বা পেনশনের বড় আর্থ-সামাজিক প্রভাব রয়েছে। তাঁর দপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগ প্রসঙ্গে ডঃ সিং বলেন, আগে বিবাহ বিচ্ছিন্না কন্যারা আইনগতভাবে বিবাহ বিচ্ছিন্না বলে চিহ্নিত হওয়ার আগে পারিবারিক পেনশন পেতেন না। এই নিয়ম বদলানো হয়েছে। নিখোঁজ কর্মীদের ক্ষেত্রে পরিবারকে অপেক্ষা করতে হ'ত ৭ বছর। এই ধরনের আরও অনেক বিষয় সংশোধিত হয়েছে। এক মাসের এই বিশেষ অভিযানের আওতায় সিপিইএনজিআরএএমএস পোর্টালে জমে থাকা ৪৬টি দপ্তরের মামলার নিষ্পত্তি হবে।

লেফেটন্যান্ট জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমনি, পিভিএসএম,

এভিএসএম, এসএম, ভিএসএম উপসেনাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লেফেটন্যান্ট জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমনি আজ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান পদে দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি লক্ষ্ণৌতে সেন্ট্রাল কম্যান্ডে জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ পদে কর্মরত ছিলেন।

১৯৮৫-র ডিসেম্বরে তিনি গাড়োয়াল রাইফেলে যোগ দেন। প্রখ্যাত ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে তিনি স্নাতক হন। তিনি ব্রিটেনের ব্র্যাকমেল-এর জয়েন্ট সার্ভিসেস কম্যান্ড স্টাফ কলেজ এবং নতুন দিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রাক্তনী। লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে তিনি স্নাতকোত্তর করেছেন এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফেন্স স্টাডিজে এমফিল করেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনে ৩৭ বছরে সংঘর্ষপূর্ণ এবং দুর্গম এলাকায় কাজ করেছেন। একাধিক দায়িত্ব সামলেছেন। পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চল দুটি সীমান্তেই বিভিন্ন ধরনের কাজে তাঁর জ্ঞান এবং গভীর প্রজ্ঞা আছে।

দেশের প্রতি অনবদ্য অবদানের জন্য জেনারেল অফিসার পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল, অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল, সেনা মেডেল এবং বিশিষ্ট সেবা মেডেলে ভূষিত হয়েছেন।

শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে

মামলা করে হাইকোর্টে পরে প্রত্যাহার,মামলাকারীকে জরিমানা করলো বিচারপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত সপ্তাহেই ভুয়ো ভোট পরবর্তী হিংসা মামলা করায় হাইকোর্টের রোষের মুখে পড়েছিলেন মামলাকারী। হয়েছিল জরিমানা। আর সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মামলা প্রত্যাহার করে আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য জরিমানা। এদিন ক্ষুব্ধ হয়ে জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।ভাঙরের একটি ঘটনায় তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন এক ব্যক্তি। বেশ কিছুদিন ধরে সেই মামলাও চলে। তবে পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি নিজেই। মঙ্গলবার এই ঘটনায় মামলাকারীকে জরিমানার নির্দেশ দিলেন জাস্টিস সিনহা। ১০ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।দাপুটে তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এক ব্যক্তি। পরে তিনি নিজেই সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আর মামলাকারীর এই আচরণেই ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। এভাবে মামলা করে পরে তুলে নেওয়ায় আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে।

পাশাপাশি সেই জরিমানার টাকায় কী হবে তাও জানিয়েছেন বিচারপতি। জাস্টিস সিনহার নির্দেশ, জরিমানার টাকায় হাইকোর্ট চত্বরে বড় গাছ লাগাতে হবে। কোনও ফুলের গাছ বা পাতাবাহার নয়, যে গাছ ভবিষ্যতে অনেক বড় বৃক্ষ হয়ে উঠবে এমন গাছ লাগাতে হবে। এ বিষয়ে বন দফতরের সঙ্গে কথা বলে তাদের দায়িত্ব দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন বিচারপতি সিনহা।

বাবা সাহেব জনকল্যাণ

সমিতির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

রাজ কুমার য়াদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করে বাবা সাহেব জনকল্যাণ সমিতি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ "হেলা ঐক্য"। মিডিয়া ইনচার্জ বিজয় হেলা বলেন, বিশ্বে দেশের পরিবেশ যেভাবে বদলে যাচ্ছে তা বিপদের লক্ষণ। আমরা যদি মানব সভ্যতা ও পশু,পাখিকে বাঁচাতে চাই, তাহলে প্রথম ও সহজ উপায় হলো গাছ লাগিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা। খান্না সিনেমার কাছে বৃক্ষরোপনের করা হয় কমিটির পক্ষ থেকে। সংগঠনের সভাপতি রাজেশ খোটে গাছ লাগানোর পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন এবং সংগঠনের মহিলা সদস্য সরস্বতী হেলা গাছের উপযোগিতা তুলে ধরেন। এ কর্মসূচিতে শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলারা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এসময় সংগঠনের মহিলা সদস্য মিতা হেলা, সীতা হেলা, শারদা হেলা, অনিতা হেলা, কুমারী জানভী হেলাসহ সংগঠনের পুরুষ সদস্য সন্তোষ কুমার হেলা, গৌতম প্রসাদ হেলা, জিতু হেলা, মুন্না হেলা, বিকাশ হেলা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।পান্না হেলা, বিনোদ হেলা, রাজ হেলা, পিন্টু হেলা, সাহিল হেলা (মনু), শিব নারায়ণ ভার্মা, অশোক দাস, রঞ্জিত দাস, শম্ভু দাস, মুকেশ দাস, রাজা দাস, মানিক সোনকার, মোসাম হেলা, লখন হেলা, বরুণ দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা ০৩ জুলাই, ২০২৪ বুধবার ১৮ আষাঢ়, ১৪৩১

মর্মান্তিক ঘটনাটি

ঘটেছে হাথরসে

লখনউ: নিউজ সারাদিন : ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন বিশৃঙ্খলার জেরে পদপিষ্ট হয়ে অন্ততপক্ষে ৬০ পুণ্যার্থী প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অনেকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেশ কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এটা মেডিকেল কলেজের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মহিলা, শিশু-সহ মোট ৬০ জন পুণ্যার্থীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কেননা, সঙ্কটজনক অবস্থাতে প্রচুর পুণ্যার্থীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। পদপিষ্টের ঘটনায় ইতিমধ্যেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিজন ও পরিচিতদের খোঁজে এটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভিড় করছেন অনেকে। সেই ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। মঙ্গলবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হাথরসে।

হাথরসের এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এদিন রতিভানপুরে ভগবান শিবের আরাধনা চলছিল। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন অনেক পুণ্যার্থী। উপস্থিত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং পুণ্যার্থীরাই আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে আহতদের এটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মাঝপথেই অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

সম্পাদকীয়

হিন্দি বলয়ের কয়েকটি রাজ্যে কার্যত ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির

মহারাষ্ট্র, রাজস্থান বা হরিয়ানার পাশাপাশি গেরুয়া শিবিরকে সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে উত্তরপ্রদেশের ফলাফল। গতবার ৮০ আসনের মধ্যে ৬২ আসন ঝুলিতে ভরেছিল বিজেপি। এবার এক ঝটকায় নেমে এসেছে ৩৩-এ। তাতেই চিন্তার ভাঁজ গভীর হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি , অমিত শাহ বা রাজনাথ সিংদের।রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো, বহুজন সমাজবাদী পার্টি সংখ্যালঘু বা পিছিয়ে পড়া অংশের ভোট কাটতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই জায়গায় অনেকক্ষেত্রে বিজেপির ভোট কেটে নিয়েছে। আবার শুধু সাধারণ ভোটাররা নয়, দলের কোড় ভোটারাও দলের নেতাদের শিক্ষা দিতে বিরোধীদের ভোট দিয়েছে। এছাড়াও ঠাকুর সম্প্রদায় ছাড়াও কুর্মি, কুশওয়াহা, শাক্য, পাসি ও বাল্মিকী সমাজ দলের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। দলের উপরতলা থেকে নিচুতলার নেতাদের উদ্ধত আচরণের পরিবর্তন না করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয়।তাই ফলাফল সামনে আসতেই যোগী রাজ্যে ভরাডুবির কারণ খুঁজতে ময়দানে নামান হয় সমীক্ষক দল। সূত্রের খবর, ৭৮টি আসনে গড়ে ৫০০ কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে যে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে তা দেখে চোখ কপালে উঠেছে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ কর্তাদের। ভরাডুবির পিছনে ১২টি কারণ কাজ করেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির (Ram Mandir) নির্মাণ ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই হিন্দি বলয়ে টগবগ করে ফুটছিল গেরুয়া শিবির। মনে করা হয়েছিল, রামলালা একাই মোদির ৪০০ পাড়ের ডাক উতরে দেবেন। কিন্তু সেই হিন্দি বলয়ের কয়েকটি রাজ্যে কার্যত ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির। সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেতে হয়েছে সেই রাজ্যে যেখানে ভোটের চার মাস আগে ধুমধাম করে রামমন্দির উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু মন্দির নির্মাণের পর যত দিন গিয়েছে ততই গেরুয়া শিবিরের পাশ থেকে একটু একটু করে সরে গিয়েছেন রামলালা। মন্দির হাওয়া কোনও কাজেই আসেনি। এমনকী, অযোধ্যা আসনেও পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে। হারতে হয়েছে এলাহাবাদ বা সুলতানপুরের মতো আসনে যেখানে রামচন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল বলে রামায়নে উল্লেখ করা হয়। ফলে যোগী রাজ্যে ভরাডুবির কারণ খুঁজতে ৪০টি সমীক্ষক দলকে নিয়োগ করে বিজেপি। দলের সদস্যরা গত ২০দিন ধরে সমীক্ষা চালায়। প্রায় ৪০ হাজার মানুষের সঙ্গে কথা বলে হারের কারণ খোঁজার চেষ্টা চালায়। গত মঙ্গলবার সমীক্ষক দলের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বি এল সন্তোষের কাছে।জানা গিয়েছে, রিপোর্টে সব আসনেই দলের প্রাপ্ত ভোট গতবারের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ কমে গিয়েছে। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, কানপুর-বুন্দেলখন্ড, অবধ, কাশী, ও গোরক্ষপুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভোট কমেছে। এই ভোট গিয়েছে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস জোটের ঝুলিতে। বিশেষ করে দলিত, পিছিয়ে পড়া ও সংখ্যালঘুদের ভোট টেনেছে জোট। ওবিসি, নন যাদব ওবিসি, তফসিলি মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে অখিলেশ যাদব ও রাহুল গান্ধীরা । সূত্রের খবর, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধান সংশোধন ইস্যু পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছিল।এছাড়াও ১২ টি কারণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, সংবিধান সংশোধন নিয়ে বিজেপি নেতাদের কড়া মন্তব্য ও বিরোধী জোট নেতাদের মধ্যে তরজা জোটকে এগিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস শিক্ষিত বেকারদের প্রভাবিত করেছে। তৃতীয়ত, সরকারি কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ। চতুর্থত, সরকারি কর্মীদের নিয়ে দলের কর্মীদের মধ্যেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও রিপোর্টে লেখা হয়েছে, সরকারি আধিকারিকদের কাছ থেকে বিজেপি কর্মীরা কোনওরকম সহযোগিতা পায়নি। দলের সমর্থক একটা বড় অংশের ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এরপরেও যে কারণগুলি ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলেছে তা হলো, প্রার্থীতালিকা প্রকাশে অত্যধিক তাড়াহুড়ো করা হয়েছিল। ফলে কর্মীরা হত্যোদম হয়ে পড়েছিলেন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে উৎসাহ হাড়িয়ে ফেলেছিল। এছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে, উন্নয়নের নামে দেদার বুলডোজারের ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও ভয়ের সঞ্চার করে। পুর্নবাসন নিয়ে জনমানসে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দাবি আস্তিকদের কাছে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বলে মনে হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এগুলো অগ্রহণযোগ্য । যেমন, ঈশ্বরকে অনেকে বর্ণনা করেন এভাবে, "...the dazzling obscurity of the secret silence, outshining all brilliance with the intensity of their darkness". এখন এই ধরণের বিবরনকে কিভাবে যাচাই করবেন। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত এই ধরণের দাবি কখনোই বাস্তবমুখী হতে পারে না। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

প্রথমেই জানিয়ে রাখি জগন্নাথ এবং বিষ্ণু, শ্রী কৃষ্ণেরই দুই রূপ। বলরাম বা বলভদ্র, শ্রী কৃষ্ণ বা জগন্নাথ এবং সুভদ্রাদেবী এই তিনজন একে অপরের ভাইবোন। পুরাণে এমনটা বর্ণিত যে, তাদের তিন ভাইবোনের ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহপরায়ণ সম্পর্কের জন্যই তাঁরা পূজনীয়। রথযাত্রাও তাদেরকে কেন্দ্র করেই। এবার তাহলে ভগবানের নতুন রূপের আবির্ভাব, ইতিহাস, লোকবিশ্বাস সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। যাই হোক জগন্নাথদেবের মূর্তির রূপ নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন আছে। কেন হস্তপদবিহীন দেহ তাঁর, কেন এমন অদ্ভুত তাঁর অবতার? এই প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবতার কিছু বিশ্লেষণ দেখা যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "না আত্মানং রথিনংবিদ্ধি শরীরং রথমেবতু"। অর্থাৎ, এই দেহই রথ আর আত্মা দেহরূপ রথের রথী। ঈশ্বর থাকেন অন্তরে। তার কোনো রূপ নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজী। বেদ বলছে, "অবাঙমানসগোচর"। অর্থাৎ, মানুষ বাক্য এবং মনের অতীত। মানুষ তাই তাকে মানবভাবে সাজায়। এ বিষয়ে কৃষ্ণ যজুর্বেদিয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

'অপাণিপাদো জাবানো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্নঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি
বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং
মহান্তম্হ ।।

অর্থাৎ, তার লৌকিক হস্ত নাই, অথচ তিনি সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন। তার পদ নাই, অথচ সর্বত্রই চলেন। তার চোখ নাই, অথচ সবই দেখেন। কান নাই, কিন্তু সবই শোনেন। তাকে জানা কঠিন, তিনি জগতের আদিপুরুষ। এই বামনদেবই বিশ্বাত্মা, তার রূপ নেই, আকার নেই। উপনিষদের এই বর্ণনার প্রতীক রূপই হলো পুরীর জগন্নাথদেব। তার পুরো বিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কারণ তার রূপ তৈরিতে মানুষ অক্ষম। শুধু প্রতীককে দেখানো হয়েছে মাত্র। অন্যদিকে পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি মন্দির, নাম শ্রীক্ষেত্র (যা এখন জগন্নাথধাম হিসেবে পরিচিত)। কিন্তু মন্দিরে কোনো বিগ্রহ ছিল না। একদিন রাজসভায় কেউ একজন বললেন নীলমাধবের কথা। নীলমাধব নাকি বিষ্ণুর এক রূপ। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে? জানা নেই কারো। তাই আয়োজন করে নীলমাধবকে খুঁজতে লোকজন পাঠালেন রাজা। কিন্তু নীলমাধব কি অত সহজে দেখা দেয়? কেউ তাকে খুঁজে পেল না। সকলেই যখন হতাশ হয়ে ফিলে এলো, তখন দেখা গেল না কেবল বিদ্যাপতিকে। জঙ্গলে পথ হারালেন তিনি।এরপর গল্পে প্রেমের ছোঁয়া লাগলো। হারিয়ে যাওয়া বিদ্যাপতিকে জঙ্গলে উদ্ধার করলেন শবররাজ বিশ্ববসুর কন্যা ললিতা। সেই সূত্রে তাদের মাঝে ভাব জমে ওঠে, ধীরে ধীরে তা প্রেমে পরিণত হয়। কিছুকাল প্রেম, এরপর বিয়ে করে জঙ্গলে দিব্যি সংসার করতে লাগলেন নবদম্পতি ললিতা আর বিদ্যাপতি। এদিকে বিদ্যাপতি লক্ষ্য করলেন, রোজই তার শ্বশুরমশাই স্নান সেরে কোথাও যান। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, জঙ্গলের গহীনে নীল পর্বতে নীলমাধবের মূর্তি রয়েছে। বিশ্ববসু সেখানেই রোজ নীলমাধবের পূজা দিতে যান। নীলমাধবের কথা জানতে পেরে খুশিতে আটখানা হলেন বিদ্যাপতি। তার হারিয়ে যাওয়া যেন সার্থক হলো! জানা মাত্রই বিশ্ববসুর কাছে অনুরোধ করলেন নীলমাধবের দর্শনের জন্য। প্রথমে নারাজ হলেও নাছোড়বান্দা জামাইয়ের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ইসরায়েল-আমেরিকা-ব্রিটেনের চার জাহাজে হামলার দাবি হুথির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইসরায়েলের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্তত চারটি জাহাজ লক্ষ্য করে পৃথক হামলার দাবি করেছে ইয়েমেনের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি। সোমবার লোহিত সাগর, আরব ও ভূমধ্যসাগরের পাশাপাশি ভারত মহাসাগরে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে গোষ্ঠীটি।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, প্রথম অভিযানে আরব সাগরে ইসরায়েলি জাহাজ এমএসসি ইউনিফিককে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এছাড়া চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের মতো লোহিত সাগরে পরিচালিত অভিযানে তেলবাহী মার্কিন ট্যাংকার ডেলোনিক্সকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

হুথির এই মুখপাত্র বলেছেন, তৃতীয় অভিযানে ভারত মহাসাগরে যুক্তরাজ্যগামী জাহাজ অ্যানভিল পয়েন্টকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। আর ভূমধ্যসাগরে চতুর্থ একটি জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ওই জাহাজটি লাকি সেইলর নামের বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে তাৎক্ষণিকভাবে ইয়াহিয়া সারির এই দাবির সত্যতা যাচাই করা যায়নি বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, ইয়েমেনের বিরুদ্ধে মার্কিন-ব্রিটিশ আগ্রাসন ও ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যার জবাবে হুথিরা ওই হামলা চালিয়েছে।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে লোহিত সাগরে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মালিকানাধীন জাহাজে গত নভেম্বর থেকে হামলা চালিয়ে আসছে হুথিরা। তাদের ঠেকাতে ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য যৌথ হামলা চালালেও; সেগুলো তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

হুথিদের হামলার কারণে লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশ্বে সমুদ্র পথে যত বাণিজ্য হয়, তার ১২ শতাংশই লোহিত সাগর দিয়ে হয়। এদিকে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে হুথিদের হামলার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এর অনেক প্রভাব পড়েছে।

লোহিত সাগর থেকে মিশরের সুয়েজ খাল হয়ে যেসব জাহাজ ইউরোপে যেত; সেসব জাহাজকে এখন আফ্রিকা ঘুরে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে।

সিনেমার খবর

cinema TV

বলিউডে নাম লেখাচ্ছেন দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সময়টা হাতের মুঠোয় টলিউড সুপারস্টার দেবের। গল্প নির্ভর ছবিতেও পেয়েছেন সাফল্য। পাশাপাশি তৃতীয় বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন গুঞ্জন, বলিউডে অভিনয় করতে চলেছেন দেব।

সম্প্রতি টলিউড নির্মাতা অভিজিৎ সেনের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই গুঞ্জন। চাউর হয়েছিল, টলিপাড়া ছেড়ে দক্ষিণী সিনেমায় থিতু হচ্ছেন অভিজিৎ। এরপর থেকে সেখানেই সিরিজ বা সিনেমা বানাবেন। বিষয়টি চাউর হতেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে পরিচালক বলেন, 'বাংলায় মাত্র তিনটি ছবি বানিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি বাংলা ছবি ছেড়ে তামিল, তেলুগু ছবি বানাব?' এরপর হাসতে হাসতে বলেন, 'এরকম কেন ছড়িয়েছে আমিও জানি না। তবে আমার এ রকম কোনো ভাবনা নেই।' একটু থেমে যোগ করেন, যদি স্বাদ বদলাতেই হয়, তা হলে তিনি বলিউডে যাবেন। হিন্দি ছবি বানাবেন।

হিন্দিতে সিনেমা বানালে নায়ক হিসেবে কাকে নেবেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে অভিজিৎ বলেন, 'ওখানেও রাজপাট চালাবে বাংলার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। আমার হিন্দি ছবির নায়ক দেব অধিকারী ছাড়া আর কেউ না। প্রযোজক দেব আর অতনু রায়চৌধুরী।'

এদিকে বিষয়টি নিয়ে কিছু বলেননি দেব। তিনি নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে সদ্য সেরেছেন শপথ গ্রহণ। গতকাল বুধবার স্পিকার নির্বাচনের দিনই ১৮তম লোকসভায় শপথ নেন তিনি।

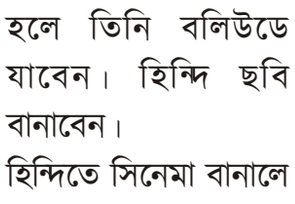

অন্য নারীর সঙ্গে হাতেনাতে রণবীরকে ধরেছিলেন দীপিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে অভিনেতা রণবীর কাপুরের সম্পর্কের কথা সবারই জানা। এক সময় ভক্তরাও চেয়েছিলেন তারা বাস্তবজীবনে সংসারে থিতু হোক। তবে সে ইচ্ছা অধরাই থেকে গেছে। কারণ একটাই, একটা সময়ের পর রণবীর কাপুরের জীবনে উঁকি দিয়েছিল অন্য সম্পর্ক। দীপিকাকে ছেড়ে হঠাৎই তিনি ক্যাটরিনার হাত ধরেছিলেন। ঠকিয়েছিলেন নিজের প্রেমিকাকে। সেই ঘটনা উল্লেখ করে এই একাধিক সাক্ষাৎকারে দীপিকা পাড়ুকোন দাবি করেছেন, তিনি বুঝতে পারতেন, রণবীর তাকে মিথ্যা বলছেন, সম্পর্কে ঠকাচ্ছেন। তবুও রণবীর তার জীবনে ফিরে আসলেই তিনি সবটা ভুলে যেতেন। এভাবেই চলতে থাকে ভাঙা-গড়ার সেই সম্পর্ক। এসবের মাঝেই একদিন হাতেনাতে রণবীরকে অন্য এক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরে ফেলেন নায়িকা। বিষয়টি জানিয়েছেন দীপিকা নিজেই। এক সাক্ষাৎকারে সেই ঘটনা উল্লেখ করে এই অভিনেত্রী। অন্যদিকে তারকা বলেন, 'একদিন ঘরের দরজা খুলে এক নারীর সঙ্গে রণবীরকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলি। যে ঘটনায় আমার মন ভেঙে যায়। আমি ভয়ানক অবসাদে ভুগতে শুরু করি। এরপরই সিদ্ধান্ত নেই সম্পর্ক থেকে সরে আসার।'

রণবীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দীপিকা সিদ্ধান্ত নেন, আর কোনোদিন সম্পর্কে জড়াবেন না। অভিনেতার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো বিষাদগ্রস্থ করছিল তাকে। মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে রণবীর ততদিনে ক্যাটরিনার সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তবে সেই সম্পর্কও পরিণতি পায়নি। বেশ কয়েকবছর চুটিয়ে প্রেমের পর আলাদা হয়ে যায় এই জুটি। এদিকে, রণবীর কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেশ কয়েক বছর পর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক জড়ান দীপিকা। একপর্যায়ে তার গলাতেই মালা দেন এই অভিনেত্রী। বর্তমানে রণবীর-দীপিকার সুখের সংসার। খুব শিগগিরই এই দম্পতির সংসারে আসতে চলেছে প্রথম সন্তান।

পুরুষেরা কোনও জ্ঞান দেবেন না, কেন বললেন রিচা চাড্ডা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেপ্টেম্বরেই আসছে পরিবারের নতুন সদস্য। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ করার পর থেকে নেটাগরিকদের ট্রোলের মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। কখনও নেটাগরিকের একাংশ দাবি করছে, দীপিকার স্ফীতোদর মোটেই আসল নয়। আবার কখনও হাই-হিল জুতা পরায় সমালোচিত হচেছন অভিনেত্রী। এবার দীপিকার হয়ে সরব হলেন অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা।

রিচা নিজেও অন্তঃসত্ত্বা। খুব শিগগিরই কোলে আসছে প্রথম সন্তান। তাই অন্তঃসত্ত্বা নারীদের উদ্দেশে নেটাগরিকের নেতিবাচক মন্তব্য মেনে নিতে নারাজ তিনি। বিশেষ করে কোনও পুরুষের থেকে কোনও রকম 'জ্ঞান' শুনবেন না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে কালো রঙের পোশাকের সঙ্গে কালো রঙের হিল-জুতা পরেছিলেন দীপিকা। কেন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি এমন জুতা পরেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন নেটাগরিকরা। দীপিকার সমর্থনে এক নেটপ্রভাবী একটি পোস্ট করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নিজের ইচ্ছা মতো পোশাক পরার স্বাধীনতা দীপিকার রয়েছে এবং এ নিয়ে কারও কোনও পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেই পোস্টের তলায় গিয়ে মন্তব্য করেন রিচা। তিনি লেখেন, "যাদের জরায়ু নেই, তাদের কোনও জ্ঞান দিতে হবে না।"

উল্লেখ্য, আসন্ন ছবি 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিতেও এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন দীপিকা। সেই ছবির প্রচার নিয়ে এই মুহূর্তে অভিনেত্রী ব্যস্ত। অন্যদিকে রিচাকে কিছু দিন আগেই দেখা গিয়েছে সঞ্জয় লীলা বানসালী পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'হীরামন্ডি'-তে।

কারিনার ছবি নষ্ট করলেন সাইফ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পরনে বিকিনি। চোখে সানগ্লাস। মুখে নেই কোনো মেকাপের ছোঁয়া। সমুদ্রের ধারে এভাবেই রৌদ্রস্নান অবস্থায় ছবি তুলতে মুখের সামনে ক্যামেরা ধরেছিলেন অভিনেত্রী কারিনা কাপুর। কিন্তু ছবি নষ্ট করে দিলেন সাইফ আলি খান।

পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে লন্ডনে গিয়েছেন কারিনা। সেখানের একটি সমুদ্রসৈকতে যান তারা। সেখান থেকেই একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তাতে দেখা যায়, সমুদ্রতটে শুয়ে আছেন কারিনা। তার পরনে নীল রঙের বিকিনি। কিন্তু ছবি তোলার সময়ে অজান্তেই পেছন থেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন সাইফ। 'শার্টলেস' সাইফের পরনে নীল রঙের শর্টস। চোখে সানগ্লাস।

এই ছবির ক্যাপশনে কারিনা লেখেন, 'ছবি নষ্ট করলেন যিনি, তার সঙ্গেই এই ছবি।' লন্ডনে কারিনা-সাইফের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন তৈমুর ও জেহও। সামাজিকমাধ্যমে ছুটি কাটানোর বিভিন্ন মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন বেবো।

উল্লেখ্য, কারিনাকে শেষ দেখা গিয়েছে 'ক্রু' সিনেমায়। এই সিনেমা নিয়ে সম্প্রতি তার শাশুড়ি তথা অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর মুখ খুলেছেন এক সংবাদমাধ্যমে। তার মতে, এই সিনেমাতে কোনো যুক্তি নেই। তবে এই সিনেমায় তিন নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব খুব ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি জানান, নারীদের জন্য আরো এই ধরনের সিনেমা তৈরি হওয়া উচিত।

নিজেই হাত থেকে ফোনটা নিয়ে ছবি তুললেন রাহুল গান্ধী : রচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত বছরের ২৭ মে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন হয়। সেই সংসদ ভবনেই অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচিত সদস্যেরা শপথ নিয়েছেন। প্রথম বারের জন্য সংসদ সদস্য হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা এবং দিদি নম্বর ওয়ান খ্যাত রচনা ব্যানার্জি। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ তিনি।

এর মধ্যেই লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতেই রয়েছেন রচনা। সংসদে তার তৃতীয় দিন। রচনা ছাড়াও এ বছর যে অভিনেত্রীরা সাংসদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম কঙ্গনা রানাওয়াত। যদিও রচনা জানালেন, কঙ্গনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। তবে দেখা যে হবে, তা নিয়ে তিনি আশাবাদী। এর মাঝেই রচনার সঙ্গে এক ফ্রেমে বন্দী হলেন রাহুল গান্ধী। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে রয়েছেন রাহুল। তৃতীয় দিনে রচনার সঙ্গে ছবি তুললেন তিনি। ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। ভারতীয় গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আসলে আমি নিজের একটি ছবি তুলছিলাম। তখন উনি নিজের থেকেই এসে বললেন আমি তোমার ছবি তুলে দিচ্ছি। আমার তো ভীষণ মাটির মানুষ মনে হল ওকে। ব্যক্তিগত স্তরে তাকে চিনি না, তবে মনে হল মানুষটি খুব ভালো।'

অভিনেত্রী বললেন, 'শুধু ছবি তুললে হবে না। কাজটা করতে হবে। সংসদে কথা বলতে হবে। যাতে হুগলির সমস্যার সমাধান হয়। সাহায্য কতটা পাব, জানি না! কিন্তু আওয়াজ তুলতে হবে। সবে কাজ শুরু করেছি। প্রথমেই তো গোল মারা যায় না। একটু সময় নিয়ে দেখেবুঝে নিই সবটা।'

তবে নতুন এই সংসদ ভবনের রূপ দেখে মুগ্ধ রচনা। অভিনেত্রীর কথায়, 'পুরনো পার্লামেন্ট আমি দেখিনি। আর কখনো রাজনীতিতে আসবো ভাবিও নি। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে তাই আমি জিতে এখন এখানে। তবে নতুন সংসদ ভবনের সবটাই মুগ্ধ করার মতো। এমন সম্মাননীয় একটা জায়গা, ৫০০-এর বেশি সাংসদের সঙ্গে সেখানে একসঙ্গে বসা, সেটাই বাকমকী।'

এই মুগ্ধতার মাঝে অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রচনা। তিনি জানালেন, সব কয়েকটি অধিবেশনে হয়তো তিনি থাকতে পারবেন না। কারণ 'দিদি নম্বর ওয়ান' শোয়ের প্রতিও দায়বদ্ধতা রয়েছে। শেষে রচনার সংযোজন, 'অধিবেশেনর মাঝে বিরতি নিয়ে দিদি নম্বর ওয়ানের শুট করতে ফিরে যেতে হবে। ৩০ তারিখে আবার দিল্লি চলে আসব। আমার জন্য একটু কষ্টকর, কারণ দু'টি দিক সামলাতে হবে। হয়তো অধিবেশনে কিছু অংশ আমার 'মিস্ড হবে, কিন্তু কিছু করার নেই। 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর জন্যই তো আজ সংসদে আসতে পেরেছি।'

কোয়ার্টারে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কারা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কানাডা এবং চিলিকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। শিরোপা ধরে রাখার মিশনের শেষ আটে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কারা? এ নিয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আর্জেন্টাইনদের ভক্তদের আগ্রহের কমতি নেই।

কোপা আমেরিকার সূচি অনুযায়ী, ৪৮তম আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা সম্ভবত প্রতিপক্ষ হতে পারে ইকুয়েডর অথবা মেক্সিকো।

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত কোপা আমেরিকায় প্রথম দল হিসেবে শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে জুলিয়ান আলভারেজ ও লাউতারো মার্টিনেজের গোলে কানাডাকে ২-০ ব্যবধানে হারায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

গত শুক্রবার (২১ জুন) সে ম্যাচে নিজে গোল না পেলেও লা আলবিসেলেস্তাদের দুই গোলে অবদান ছিল লিওনেল মেসির। তবে অন্তত তিন গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে আর্জেন্টিনা। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে চিলিকে ১-০ গোলে হারায় লিওনেল স্কালোনির দল। এ ম্যাচেও গোল পাননি মেসি। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে লাউতারো মার্টিনেজের গোলে জয় নিশ্চিত হয় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

তবে এ ম্যাচে ইনজুরিতে পড়েন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। আর্জেন্টাইন গণমাধ্যমের দাবি গুরুতর না হলেও কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে তাকে বিশ্রাম দিতে পারেন লিওনেল স্কালোনি।

আর্জেন্টিনার সব পরিকল্পনা শেষ আটের লড়াইকে ঘিরে। কোপার সূচি অনুযায়ী বি-গ্রুপের দলগুলোর বিপক্ষে আর্জেন্টিনাকে লড়তে হবে কোয়ার্টার ফাইনালে। এ-গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন খেলবে বি-গ্রুপের রানার্স আপের সঙ্গে। আর বি-গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন খেলবে এ-গ্রুপের রানার্স আপের বিপক্ষে।

বি-গ্রুপে খেলছে ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো ও জ্যামাইকা। মেসিদের মতো টানা দুই ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভেনেজুয়েলা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে বি-গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে তারা।

এতে এ এবং বি-গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছে যথাক্রমে আর্জেন্টিনা ও ভেনেজুয়েলা। আর বি-গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার দৌড়ে আছে ইকুয়েডর এবং মেক্সিকো। গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুদল।

জয়ী দল খেলবে শেষ আটে। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে আর্জেন্টিনা। কারণ এ-গ্রুপের সেরা হওয়ার পথে মেসিরা। আর গ্রুপ-এ থেকে রানার্স আপ হওয়ার দৌড়ে আছে চিলি ও কানাডা। দুদলই হেরেছে আর্জেন্টিনার কাছে। পেরুর বিপক্ষে চিলি গোলশূন্য ড্র করলেও জিতেছে কানাডা।

মেক্সিকোকে হারিয়ে

কোয়ার্টার ফাইনালে ভেনেজুয়েলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে খর্ব শক্তির দল ভাবা হয় ভেনেজুয়েলাকে। কখনো বিশ্বকাপেও খেলা হয়নি তাদের। সেই দলটাই মেক্সিকোর মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দিয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে। মেক্সিকোকে ১-০ ব্যবধানে হারালো হুগো শ্যাভেজের দেশ।

প্রথম ম্যাচেই ইকুয়েডরের মত শক্তিশালী দেশকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিলো ভেনেজুয়েলা। এরপর হারালো আরেক শক্তিশালী দেশ মেক্সিকোকে। ওব্রি গ্রুপ থেকে এখনও পর্যন্ত শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করলো তারা।

ক্যালিফোর্নিয়ার ইংলেউড স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই মেক্সিকোর আনতুনার শট রুখে দেন ভেনেজুয়েলার গোলরক্ষক রাফায়েল রোমো। এই রোমোই ভেনেজুয়েলার জয়ের অন্যতম নায়ক।

কারণ, ৮৩তম মিনিটে বক্সের মধ্যে হাত লাগিয়ে পেনাল্টি হজম করে ভেনেজুয়েরার মিগুয়েল নাভারো। ভিএআর চেক করে সেই পেনাল্টি সিদ্ধান্ত দেন রেফারি তিন মিনিট পর। ৮৭তম মিনিটে স্পট কিক নেন মেক্সিকোর ওরবেলিন পিনেদা। কিন্তু তার দুর্বল শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক রোমো।

২১ মিনিটে জেরার্দো আরতেগার শটও চলে যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে। ৩৪ মিনিটে রনডনের শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হলে গোলবঞ্চিত হয় ভেনেজুয়েলা।

ম্যাচের ৫৫ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের সুযোগ পায় ভেনেজুয়েলা। কুইনোনেস ডি-বক্সের ভেতর ফাউল করে রনডনকে। রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি।

ফাইনালের সেই ক্যাচ নিয়ে

মুখ খুললেন সূর্যকুমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষ ওভারে বাউন্ডারি লাইনে ডেভিড মিলারের দারুণ এক ক্যাচ নিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। মূলত ওই ক্যাচ শিরোপা জয়ের টার্নিং পয়েন্ট ছিল বলে মনে করেন অনেকেই।

কিন্তু সেই ক্যাচ নিয়ে বিতর্ক ডালপালা মেলেছে। ডেভিড মিলার কী আসলে ছক্কা মেরেছেন, নাকি আউট হয়েছেন-তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পক্ষে-বিপক্ষে চলছে বিস্তর আলোচনা।

ক্যাচটি নিয়ে অবশ্য ম্যাচ শেষে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা বলেছিলেন সূর্যকুমার। এবার তিনি কথা বললেন, এটা নিয়ে ওঠা বিতর্কের বিষয়ে। ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে সূর্যকুমার বলেছেন, তিনি জানেন যে তার পা দড়ি স্পর্শ করেনি।

ক্যাচটি কি ঠিক ছিল বা ক্যাচটি ধরার সময় সূর্যকুমারের পা কি বাউন্ডারি লাইনে লেগেছিল? টিভি রিপ্লেতে এটা অতটা স্পষ্ট হয়নি। এ নিয়ে সূর্যকুমার বলেছেন, 'আমি যখন বলটি মাঠের ভেতরে ঠেলে দিই এবং ক্যাচটি নেই, আমি জানি-আমার পা দড়ি স্পর্শ করেনি। আমি শুধু একটা জিনিস নিয়েই সতর্ক ছিলাম, পা যেন দড়িতে না লাগে। আমি জানতাম, এটা সঠিক ক্যাচ।'

এরপর তিনি যোগ করেন, 'যে কোনো কিছুই ঘটতে পারত। বলটি যদি ৬ হয়ে যেত, সমীকরণটি ৫ বলে ১০ রানের দাঁড়াত। এরপরও হয়তো আমরা জিততাম। কিন্তু জয়ের ব্যবধানটা কম হতে পারত।'

এমন একটি ক্যাচ যে হঠাৎ করেই ধরে ফেলেছেন, তা নয়। এর জন্য যে অনেক অনুশীলন করেছেন, সেটিও বললেন সূর্যকুমার, 'যে ক্যাচটি আমি নিয়েছি, এটা বিভিন্ন মাঠে বাতাসের ওপর নির্ভর করে অনুশীলন করেছি।'

শ্রীলঙ্কা হেড কোচের পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব থেকেই ছিটকে গেছে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা। এর আগে সর্বশেষ ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও প্রথম পর্বের গেরো খুলতে পারেনি লঙ্কানরা। এরই মধ্যে এবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের হেড কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ক্রিস সিলভারউড। যদিও আচমকা পদত্যাগের জন্য ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন তিনি। এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।

পদত্যাগের ঘোষণায় সিলভারউড বলেন, 'আন্তর্জাতিক কোচ হওয়া মানে প্রিয়জনদের থেকে দীর্ঘ সময় দূরে থাকা। পরিবারের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর মনে করছি এখনই আমার বাড়ি ফেরার সময় এবং পরিবারের সান্নিধ্যে সময় কাটানো প্রয়োজন।'

আরও যোগ করেন, 'আমি খেলোয়াড়, কোচ, ব্যাকরুম স্টাফ এবং এসএলসির (শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট) ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। শ্রীলঙ্কায় থাকার সময়ে তাদের সমর্থন ছিল অসাধারণ। সমর্থন ছাড়া, কোনো সাফল্য সম্ভব হতো না।'

ক্রিস সিলভারউডের অধীনে সাম্প্রতিককালে খারাপ সময় কাটলেও বেশ কিছু সাফল্যও এসেছে। শ্রীলঙ্কা জাতীয় দল ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ জিতেছে এবং ২০২৩ সালের ওয়ানডে এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেছে।

শুরুর আগেই

ইংল্যান্ড সিরিজ শেষ রোচের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই ধাক্কা খেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চোটের কারণে দল থেকে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কেমার রোচকে। অভিজ্ঞ এই পেসারের জায়গায় ডাক পেয়েছেন এই সংস্করণে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ২৮ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার জেরেমিয়া লুইস।

১৫ সদস্যের দলে এই পরিবর্তনের কথা বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে জানায় ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। সারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সময় হাঁটুতে চোট পান রোচ।

মৌসুমে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে সারের হয়ে ৬ ম্যাচে ২৫.৭৭ গড়ে ১৮ উইকেট নেন আগামী রোববার ৩৬ বছরে পা দিতে যাওয়া রোচ।

টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি রোচ, ৮১ ম্যাচে উইকেট ২৭০টি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬ টেস্টে তার শিকার ৬১টি। তিন ম্যাচের সিরিজের জন্য এই মাসের শুরুতে ঘোষিত দলে থাকা ওপেনার ব্যাটসম্যান মিকাইল লুইসের ভাই জেরেমিয়া লুইস। এখন পর্যন্ত ৫৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তার শিকার ১৫১ উইকেট।

৩ জুলাই থেকে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ক্যারিবিয়ানরা। লর্ডসে আগামী ১০ জুলাই শুরু হবে মূল সিরিজ। এরপর ১৮ জুলাই ট্রেন্ট ব্রিজ ও ২৬ জুলাই শুরু হবে এজবাস্টন টেস্ট।

বলিভিয়াকে উড়িয়ে শেষ আটে উরুগুয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দলের সবচেয়ে বড় তারকা লুইস সুয়ারেসকে বাইরে রেখে একাদশ সাজালেন কোচ মার্সেলো বিয়েলসা। তাতেও অবশ্য জয় পেতে বেগ পোহাতে হয়নি উরুগুয়েকে। কোপা আমেরিকার শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে এবার তারা স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছে বলিভিয়াকে। টানা দুই জয়ে জায়গা করে নিয়েছে প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে।

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সকালে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে বলিভিয়াকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় প্রতিযোগিতাটির ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে।

ম্যাচের অষ্টম মিনিটে ফাকুন্দো ফারিয়াস ও একবিংশ মিনিটে দরিন নুনেসের গোলে প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল উরুগুয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে ৭৭, ৮১ ও ৮৯তম মিনিটে গোল করে বড় জয়ে অবদান রাখেন যথাক্রমে মাস্সিমিলিয়ানো আরাউহো, ফেদেরিকো ভালভের্দে ও রদ্রিগো বেনতেকুর।

ম্যাচে মোট ৬০ শতাংশ বলের দখল রেখে একের পর এক আক্রমণ শানায় উরুগুয়ে। গোলের উদ্দেশে নেওয়া তাদের ১১৮টি শটের ৯টিই ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে ৪ শটের কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বলিভিয়া।

একই দিন গ্রুপের অন্য ম্যাচে একজন কম নিয়ে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জয় পাওয়া হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের। শেষ দিকে দশজনে পরিণত হওয়া পানামার বিপক্ষে তারা হেরে গেছে ২-১ গোলে।

অষ্টাদশ মিনিটে টিমথি উইয়াহ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার চার মিনিটের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে নেন ফোলারিন বালোগান। তবে স্বাগতিকদের এই অনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। চার মিনিট পরই স্কোরবোর্ডে সমতা টানেন সিজার ব্ল্যাকম্যান। ৮৩তম মিনিটে জোসে ফেজার্ডোর গোলে জয় পায় পনামা।

৮৮তম মিনিটে আদালবের্তো ক্যারাসকুইলা লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেও জয় পেতে সমস্যা হয়নি পানামার।

হারলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে এই গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে যুক্তরাষ্ট্র। আগের ম্যাচে তারা হারিয়েছিল বলিভিয়াকে।

রশিদকে আইসিসির ভর্ৎসনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুপার এইটের ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে নিয়ম ভাঙায় আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খানকে ভর্ৎসনা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

বাংলাদেশের বিপক্ষে সেই ম্যাচ জিতে প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক কোনো প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে ওঠে আফগানিস্তান। ম্যাচে মেজাজ হারিয়ে আইসিসির নিয়ম ভেঙেছেন আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খান। সেজন্য শাস্তির আওতায় আসতে হয়েছে তাকে।

ঘটনাটি শেষ ওভারে ব্যাটিংয়ের সময়। সতীর্থ করিম জানাতকে ব্যাট ছুঁড়ে মারেন রশিদ। বল মিড অনে পাঠিয়ে দুই রান নেওয়ার চেষ্টা ছিল তার। কিন্তু করিম এক রানেই সন্তুষ্ট থাকেন। মাঝ ক্রিজে গিয়ে ফেরত আসায় মেজাজ হারিয়ে ব্যাট ছুঁড়ে মারেন রশিদ। যা আইসিসির কোড অব কন্ডাক্টের ২.৯ ধারা লঙ্ঘন।

রশিদ অপরাধ মেনে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ভর্ৎসনার সাথে রশিদের ডিসিপ্লিনারি রেকর্ডে যুক্ত হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। ২৪ মাস সময়ে এটা রশিদের প্রথম নিয়ম ভঙ্গের ঘটনা।

উল্লেখ্য, লেভেল ১ এর নিয়ম ভঙ্গের সর্বনিম্ন শাস্তি আনুষ্ঠানিক ভর্ৎসনা। সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফি'র ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ১ বা ২ ডিমেরিট পয়েন্ট।

২৪ মাসে একজন ক্রিকেটার ৪ বা তার বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে সেটা সাসপেনশন পয়েন্ট হয়ে যায় এবং তিনি নিষেধাজ্ঞা পান। ২ সাসপেনশন পয়েন্টে ১ টেস্ট বা ২ ওয়ানডে বা ২ টি-টোয়েন্টিতে নিষিদ্ধ হন ক্রিকেটার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR